কৌরব পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা
কৌরব অনলাইন ৫৯, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১

স্বনির্বাচিত কবিতা

অতনু সিংহ

শ্যামলিনী

আমি তো আমার ভাষাতে মগ্ন! আমার মানুষীতে যেমন! তাই ভাষা নিয়ে এইভাবে ভাবি, কৃষিগন্ধ মাখা পূবের বাঙলা যদি না থাকতো, তবে কবেই শুকায়ে যেত পশ্চিমা কলিকাতার পশ্চিমা কূলের বাঙলা! অথচ কী আশ্চর্য জমিদারতন্ত্র দ্যাখো, কী আশ্চর্য কলোনি এখানে ভাষারে প্রমিত সাজায়ে পেটেন্ট নিয়াছে রুপিয়া যুক্তির অভিজাত আধারে! আমি ক্লেদ নিয়ে এসেছি সাহিত্যে, ভাষায়... আমি টের পাই সাতচল্লিশ পূর্ব এই চরাচর বাংলার আমরি বাঙলায় রাজনীতি ছলবল...আমারে জাগায়ে রাখো আমার মানুষী তুমি, তুমিও ব্রিটিশ, তুমিও ঔপনিবেশিকতার ঝলমলে আঁধারে এসেছ এই ভাষার বহতায়... আমি তোমার গর্ভে আখর বুনি...আর পশ্চিমা লজিকহেতু কলোনি নির্জ্ঞান হেতু আমি গোঁফ দাড়ির পুরুষ তোমাতে বেয়াদপ মন্ত্রণা দিই হত্যার! তবু এই মাঠঘাট, হাউর, বিল, নদীনালা—এ সকল মানুষীর গর্ভ কি ফুরায়? লিখো লেখকিনী আবার আবার...আমারে ছাপায়ে বহু বহু দূর যেথা খুশী... তোমার গর্ভে আলোক, তোমার গর্ভে আবছা ভাষার আধার... আমাদের প্রিয়তা বাংলার আমরি বাঙলা ভাষা তোমার আমার!

('ঘুমের চেয়ে প্রার্থনা শ্রেয়' কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০১৯)

তোমার পর্দাসীনে

যে তুমি পর্দা নিলে
তোমার আকার মনে রেখে
নদীর সমুখে আসি পুনর্বার
বৃক্ষসারিতে মেঘের গম্ভীর ভেঙে
অকাল বরষা সাজে
যে পরম কেঁদে যায়
তাহার অঙ্গের মায়া তুমি সেই
মায়াবতী, নিঝুম দুপুরে
কবেকার বেড়ালের মা
আজ এই গায়েবের ভিতর
তুমিও গায়েবি আহা
তোমার বিভঙ্গ দেখি ফুলের বাজারে
দরবার হয়ে বসি স্মৃতিতে তোমার
ফুলের গন্ধে আর রঙের মায়ায়!

(সেপ্টেম্বর, ২০২১, কলকাতা)

কুদরত

মানুষ মানুষকে ফেলে রেখে
দূরে চলে গেলে
ফাঁকা সেই জমিতে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে
সবুজ হয় চারিপাশ
যে তুমি অশ্রু নিয়ে কাটালে এতটা সময়
সেই তোমাকে আড়াল থেকে কেউ
গোসল করাবে
বহুদিন জেগে থেকে থেকে
ভোরবেলা তুমি ঘুমিয়ে পড়বে
বাঁশি বাজবে তোমার ঘুমের ভিতর

(ডিসেম্বর, ২০২০, হাওড়া)

ঘ্রাণ

নাখোদা আলোর নিচে
যে কিনেছে আতর এক গোধূলিবেলায়
তার নাম আমি হঠাৎই হারায়ে ফেলি,
সৈকতে তখন ভেসে উঠেছে
চির ব্যথাতুর চাঁদ
দেখি, আমাদের জন্মের ভিতর
ঢেউগুলি আসে আর নীরবে মিলায়!
দূরের ট্রলারে বোধহয় আলো জ্বলে সারারাত,
ভোরবেলা নাখোদা মিনারে
আহা কেউ গেয়ে ওঠে গান

তারপর দৃশ্য তো ভুলে যাই, চিত্রপবন সব
স্মৃতির মধুরাগুলি জলে ভেসে যায়
শুধু ইন্দ্রিয় জুড়ে অনুচ্চারণ যত ধ্বনি
আর ঘ্রাণ, শুধু এই হেমন্তের ঘ্রাণ- -
যার ছবি কেউ আঁকেনি ইজেলে
কিম্বা কোনো প্রতীকপ্রবণ আধুনিকতায়

নাখোদা আলোর নিচে আতরবেলায়
সেও কি পেয়েছে কোনো সমুদ্রসন্ধান- -
দূরে দূরে যার আর ঢেউ নেই কোনো
সীমা নাই, ডাঙা নাই, নৈঃশব্দের গান
শুধু অসীম হেমন্ত আছে নাকি
আর তার ব্যথাতুর বুকে

জ্বলে আছে একখান মৃদুচাঁদ
জীবনের গন্ধমায়ায়...

(সেপ্টেম্বর, ২০২০, হাওড়া)

গ্রীষ্ম- বর্ষা হইতে ফের হেমন্তে

এই বিকেলবেলার ছায়ায়
খেয়া আপনারে খুব মাখছি
হাওয়া পাচ্ছি পাশে জানলা
আধো- অল্প খোলা রয়েছে
পাশে মৃদু সুরে যেন
রেডিওটা ফের নতুন করেই বাজছে
কেউ দূরে দূরে চলে যাচ্ছে
তাই কালবৈশাখী আসছে?

আমরা সেতু পারপার করব
নদী বিনিময় ক' রে ঢাকা থেকে
পাশে ধামরাই ঘুরে আসবো
ভাবি আজ বুঝি- বা অল্প
চাইলে বৃষ্টি হয়তো হইবে
আমি পুরানো গল্প বলব
আপনি নতুন করেই শুনবেন

এই বিকেলবেলার ছায়ায়
খেয়া আপনারে খুব গাইছি
গান ভাসছে বুড়িগঙ্গায়
হাওয়া মাওয়া ঘাট হয়ে আচানক
যেন পশ্চিমে ফিরে যাচ্ছে
যদি ফিরে যেতে হয় আমাকেও
এমন বিকেলবেলার ছায়ায়
জানি আপনি আমারে ডাকবেন
হাওয়া পায়চারি দেবে পদ্মায়
ফিকে আলোগুলো মায়া বুনবে
মায়াটানজিস্টার গাবে আমাদের
বৃষ্টি নামবে হঠাৎ সন্ধ্যায়

এই বিকেলবেলার ছায়ায়
স্মৃতি আপনারে খুব চাচ্ছি
টের পাচ্ছি, দূর জানালায়
ফাঁকা রাস্তার দিকে আপনি

যেন নিঝুম তাকায়ে রইছেন!
আমার হেমন্তবোধ বাড়ছে
শূন্যকুয়াশায় স্মৃতি আপনারে
ফের বারবার মনে পড়ছে

(জুলাই, ২০১৯ ঢাকা)

নবান্নে

১

ধরো এই অগ্রহায়ণে
ভোরবেলা একটা শালিখ ব'লে গেল
তুমি ফিরে এসেছো পাড়ায়
আর রেললাইন উঠোনের পাশ দিয়ে
শিল্পবিপ্লবের দেমাক না রেখেই
ধনধান্যে আগায়েছে, ধরো
আমাদের হাটবাজার জুড়ে তোমার মতো
নতুন চালের সুবাস, সোনাগুড়,
রূপাচিঁড়ে, দুধের মাহাত্ম্য,
আহা কাত্তিক ঠাকুরের নারিকেল...
বাতাসে ময়ূর নেই তাই
অভিমান করে তুমি ফিরে গিয়েছিলে?

অথচ রাজহংসীর পাখা
কাহার বাঁশির টানে বাতাসে মিলায়
লবন হাওয়ায় ঘোরে হরিণেরা
গরান গাছের কাছে লুকোচুরি খেলে চোখ
চারুময় রোদ্দুর, ঢেউ আসে ঢেউ ফিরে যায়
বাঘিনী শরীরে তার মেখে নেয় বুনোচাঁদ
এখানে কবি ও ফকির চন্দ্রাহত
আকাশে তাকায়, বাঁশি বাজে সারারাত

ধরো এই রাসপূর্ণিমা আমাদের
ছায়ার ভিতরে যে নধরচাঁদের খেলা
নিস্তব্ধ শিশিরের মতো, জেগে আছে,
সে জানে ময়ূরপ্রাসাদ আর
সাতটি সমুন্দর, তেরো নদী পার ক' রে
ময়মনসিংহের মেলায় আমাদের দেখা হয়ে যাবে
তোমার কোলের থেকে চিরকাল
আমন ধানের বীজ ঝরবে উঠোনে

২

ধরো, কলের সূচনা হয়নি যখন,
যখন শিব নেমে এসেছিল
হিমালয় থেকে চাষাবাদে,
এই মাঠেঘাটে
পলিমাটি জুড়ে সে ঘুরেছে দরজায় দরজায়
তুমি অন্নপূর্ণা, তার ভিক্ষাপাত্রে
ঢেলে দিলে বীজ, করুণা তোমার,
তোমার দয়ার বীজ বুড়োশিব ছড়ালেন
তোমার শরীরে ফের; বাংলার ক্ষেতে ও খামারে—
এভাবে হেমন্তে মাঠ ভরে গিয়েছিল
কলি ও কলের যুগ তারপর,
তারপর আমাদের বীজ
কালাপানি পার হয়ে গেছে
ধানের গোলায় লেগেছে আগুন!
ওয়্যারহাউসে মজুত হয়েছে
ইতিহাস আমাদের
ধরো, তবু তোমার আগলে আরো কিছু দানা
রয়ে গেছে নাভিতে আমাদের,
আমাদের স্বপ্নের ভিতর, বাপ- চাচাদের ভিটাজুড়ে
মায়ের স্নানের ঘাটে আজও
কিছু সবজীবাগান বেঁচে আছে,

ওদিকে কলের গান শেষ হয়ে যায়
শিল্পবিপ্লব, যন্ত্রের কারু শেষ হয়ে যায়
অগ্রে হায়ণ আসে নতুন সকালে
একটা শালিখ পাখি বলে যায়
উঠোনের সোনারূপ উপচে উঠেছে দ্যাখো...

ধরো শস্যের দিনে তুমি ফিরে এসেছো আবার
হেমন্তসন্ধ্যায় মওলা নামের চাঁদ মিনারের পাশে
জোছনাচাদর শরীরে জড়িয়ে আমরা
পেরিয়ে যাচ্ছি মাঠ, রাত পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা

হাইয়া আলাল সালাহ , হাইয়া আলাল ফালাহ— হুজুর গাইছেন

কতবার রাধাভাবে আমিও তো বলেছি, এসো
সবার জন্য, এসো
হেমন্তের ধানে ধানে
শিবগীতে, অন্নপূর্ণায়

(''ঘুমের চেয়ে প্রার্থনা শ্রেয়' কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০১৯)

=x=x=x=